সংবাদ

তারিখ 2
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

পাঠ্যবইয়ে সাম্প্রদায়িকতা থেকেই যাচ্ছে

ভুল সংশোধনেও শম্বুকগতি

শিক্ষাবর্ষ শুরুর প্রায় দুই মাস হতে চললেও প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ভুলে ভরা পাঠ্যবইয়ের সংশোধনী এখনও বিদ্যালয়গুলোতে পাঠাতে পারেনি জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)। ফলে শিক্ষার্থীরা এখনও ভুলভাবে শিখছে কিংবা নিজেদের মতো করে বা শিক্ষকদের সহায়তায় ভুল সংশোধন করে নিচ্ছে। রাজধানীর একাধিক বিদ্যালয়ে খোঁজ নিয়ে এই তথ্য পাওয়া গেছে।

চলতি শিক্ষাবর্ষের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যবইয়ে বিভিন্ন ভুল হয়েছে। কয়েকটি পাঠ্যপুস্তক থেকে নামকরা কয়েকজন প্রগতিশীল লেখকের কিছু গল্প-কবিতা বাদ দেয়া হয়েছে, যা নিয়ে আন্দোলন চলছে। অভিযোগ উঠেছে, কওমি মাদ্রাসাভিত্তিক সংগঠন পাঠ্যবই হেফাজতে ইসলাম থেকে যেসব বিষয় বাদ দেয়ার দাবি করেছিল, এবারের পরিবর্তন তার সঙ্গে মিলে গেছে। এর মাধ্যমে পাঠ্যবইয়ের কোন কোন লেখায় সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটেছে। এ জন্য বিভিন্ন মহল থেকে এই পরিবর্তন বাদ দিয়ে আগের মতো বই দেয়ার দাবি করা হচ্ছে। ভুলে ভরা পাঠ্যবইয়ের বিষয়টি গণমাধ্যমে এলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং এনসিটিবি জানিয়েছিল, বইয়ের ভুলগুলোর বিষয়ে দ্রুত একটি সাধারণ সংশোধনী দিয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানিয়ে দেয়া হবে। তবে এনসিটিবির একাধিক কর্মকর্তা বলেন, তারা পাঠ্যবইয়ের ভুলভ্রান্তি নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের করা তদন্ত প্রতিবেদনের দিকে চেয়ে আছেন। ওই প্রতিবেদন দেয়ার পর সংশোধনী দেবেন। মন্ত্রণালয়ে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, গতকাল পর্যন্ত তদন্ত প্রতিবেদন জমা পড়েনি। দুই দফায় সময় বাড়ানোর পর গতকাল বৃহস্পতিবার তদন্ত কমিটির নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হয়েছে। আমাদের প্রশ্ন হলো, একটি সংশোধনী দিতে তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের অপেক্ষায় বসে থাকা কেন? তদন্ত কমিটির কাজ ভুল সংশোধন করা নয়। তাদের কাজ হলো ভুলের সঙ্গে কারা জড়িত, সেটি চিহ্নিত করে শাস্তি এবং পরে যাতে আর ভুল না হয়, সে বিষয়ে সুপারিশ করা।

তদন্ত কমিটির একজন সদস্য একটি সহযোগী দৈনিককে বলেন, পরিবর্তনের বিষয়টি তাদের তদন্তের কার্যপরিধিতে নেই। এনসিটিবির সূত্র জানিয়েছে, তারা সংশোধনীর কাজটি গুছিয়ে রেখেছেন। তাদের ভাষায় বড় ধরনের ভুল মূলত একটি। সেটি হলো তৃতীয় শ্রেণীর 'আমার বাংলা বই'-এ কুসুমকুমারী দাশের 'আদর্শ ছেলে' কবিতাটি ভুলভাবে লেখা। এখন জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটির (এনসিসিসি) অনুমোদন নিয়ে সংশোধনী চূড়ান্ত করা হবে। এখানেও প্রশ্ন হলো, শুধু 'আদর্শ ছেলে' কবিতাটি ছাড়া যদি আর কোন ভুলকে ভুল হিসেবেই ধরা না হয়, তবে এই সংশোধনীও কি সত্যিকার অর্থেই গ্রহণযোগ্য হবে? জানা গেল, প্রথম শ্রেণীর বাংলা বইয়ে আরোপিত 'ওড়না' বিতর্কসহ সাম্প্রদায়িক চিন্তার অনুপ্রবেশের বিষয়টিও তদন্তের কার্যপরিধিতে নেই। অর্থাৎ এই অসংগতিকে এনসিটিবি বা শিক্ষা মন্ত্রণালয় সঠিক বলেই মনে করছে। অথচ সাম্প্রদায়িক চিন্তাধারা সরকারের নীতি ও আদর্শের সঙ্গেও সাংঘর্ষিক। এরপরও সাম্প্রদায়িকতার ভুল চিন্তা ও ভুল দর্শন কি করে শিশু-কিশোরদের পাঠ্যপুস্তকে নতুন করে আশ্রয় পায় সেটাই আমাদের প্রশ্ন।

বহু পরীক্ষণের ধাপ পেরিয়েই পাঠ্যবই প্রণয়নের কাজটি হয়। পাঠ্যবই প্রণয়নের সময় যেসব ভুল ধরা পড়েনি বা ধরা হয়নি সেটা যখন তদন্ত কমিটির কার্যপরিধিতেও থাকে না তখন এটা নিঃসন্দেহেই বোঝা যায়, ভূত রয়েছে সর্ষের ভেতরেই। এই ভূত তাড়াতে না পারলে পাঠ্যবইয়ে সংশোধনী এলেও বিতর্ক রয়েই যাবে। এই ভূতের কারণে ভুলের সঙ্গে জড়িতদের তদন্ত কমিটি কখনই খুঁজে পাবে না।

আমরা মনে করি, কোমলমতি শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ে এত বড় ভুল ধরা পড়াটা মোটেই ছোটখাটো বিষয় নয়। একে হালকা করে দেখার কোনরকম অবকাশ নেই। তদন্ত কমিটির মাধ্যমে সবগুলো ভুলের কারণ নির্ণয় করতে হবে। সর্ষের ভেতরে যে ভূতগুলো আছে তাদের নির্মূল করতে হবে। সাম্প্রদায়িকতার যে ভূত পাঠ্যবইয়ে এবার অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে, হেফাজতে ইসলামের সুপারিশে যে সাম্প্রদায়িক চেতনায় পাঠ্যবই ছাপানো হয়েছে সেটা পাল্টাতে হবে। জড়িতদের অবশ্যই দৃষ্টান্তমূলক সাজা দিতে হবে। পাঠ্যবইয়ের সংশোধনীটি যেন স্কুলগুলোতে দ্রুত পৌঁছায় সে ব্যবস্থাও করতে হবে। ভুলের সংশোধনীতেও যেন পুনরায় একই ভুল না থাকে সেজন্য শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞদের মতামত নিতে হবে। এমন ভুল যেন আর না হয় সে কাজটিও করতে হবে।